একটিসরকারিশিশুপরিবারেরপ্রত্যাশাওপ্রাপ্তিরতুলনামূলকচিত্র (২০১২(২০১৭-

উপস্থাপনায়

লুৎফুন নেছা বেগম

উপতত্ত্বাবধায়ক

সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা)

রাঙ্গামাটি

৪২ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স

রেজিঃ নংঃ ৪২-০১

ই-মেইল:
lutfunnesa247@gmail.com

ফোনঃ ০১৮১৩০৬০১৮৮

সারাংশ

এতদীর্ঘসময়যেউদ্দেশ্যকেপূরণেরলক্ষ্যে এ
সকলপ্রতিষ্ঠানপরিচালিতহচেছসেউদ্দেশ্যকতটাপূরণহয়েছেতাএখনমূল্যায়নেরসময়আসেছে।বিদ্যমানঅবস্থাতুলেধরা
রপাশাপাশিযেসকলসীমাবদ্ধতারয়েছেতাঅতিক্রমকরা ও
যুগোপযোগীউদ্যোগবাস্তবায়নেরমাধ্যমেলক্ষ্যেপোছানোস্মভব। এ
অ্যাসানমেন্টএকটিশিশুপরিবারেরসার্বিকঅংশনাহলেওকিছুঅংশতুলেধরাহয়েছেযাবাকি ৮৪
শিশুপরিবারেরচিত্রেরসাথেপুরোপুরিনামিললেওবহুলাংশেমিলপাওয়াযাবে।শিশুপরিবারেরনীতিমাঠপর্যায়েবাস্তবায়ন
ও
নতুনবিষয়সংযোজনেরমধ্যদিয়েসমাজেরপিছিয়েপড়াঅংশকেমানবসম্পদেগড়েতোলারকারখানাহয়েউঠতেপারেসক
লসরকারিশিশুপরিবার।

সূচিপত্র

ক্রম নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	শিরোনাম	
২	সারাংশ	
৩	সূচিপত্র	
৪	ভূমিকা	
৫	৫.১ শিশুর সংজ্ঞা ৫.২ সরকারি শিশু পরিবারের ধারণা ও বিভিন্ন দিক (পুনর্বাসন,শিক্ষা,সাফল্যগাথা) ৫.৩ এক নজরে রাঙ্গামাটি জেলা ৫.৪ এক নজরে সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা)রাঙ্গামাটি (শিক্ষা,পু	

ভূমিকাঃ

শেখহাসিনারহাতটিধরেপথেরশিশুযাবেঘরে

বর্তমানচিত্রেদেখা যায়,১০,৩০০ আসনেরমধ্যে ৮৪০০
আসনেনিবাসীভর্তিরয়েছে।প্রতিবছরসরকারেরবরাদ্দকৃতবিপুলঅর্থঅব্যবহৃতথাকারপাশাপাশিমূলউদ্দেশ্যপুরোপুরিঅর্জনেব্যর্থ।শেখহাসিনার এ প্রতিপাদ্যকেবাস্তবরূপদেয়ারলক্ষ্যে এ শিশুপরিবারেরশিশুদেরযত্নাদি
,ভরণপোষণযথাযথপালনেরপাশাপাশিদক্ষমানবসম্পদগড়েতোলারকারখানাহয়েউঠুকসকলসরকারিশিশুপরিবার।নীতিনিরধারণকারিদেরপাশাপাশি এ
পরিবারেরসাথেসংশ্লিষ্টগণপ্রজাতন্ত্রেরসকলকর্মচারীতাদেরঅর্পিতদায়িত্বযথাযথভাবেপালনকরলেচাকরিরবাইরেওমানুষহিসেবেহৃদ্যতাগড়েউঠবেআত্নারআত্নীয়েরমত।

তাদেরপ্রথমতপ্রাধান্যথাকবেশিক্ষাগ্রহণেরপ্রতি।তবেযারাসাধারণশিক্ষারপ্রতিঅনাগ্রহীতাদেরকারিগরিশিক্ষারপ্রতিআগ্রহীকরেতলা।তাদেরপুনর্বাসনেরক্ষেত্রেপ্রশিক্ষণেরবিভিন্নদিককম্পিউটার,দজিবিজ্ঞান,পার্লারেরবিউটিশিয়ানেরপ্রশিক্ষণ
,কুটিরশিল্পেরদ্রব্যাদিতৈরিরপ্রশিক্ষ,মোবাইলসার্ভিসিং
,বিভিন্নট্রেডেরপ্রশিক্ষ।কারিগরিশিক্ষাবোর্ডেমেধাবীনিবাসীশিক্ষাথীদেরসরকারিউদ্দেগ্যেবহির্বিশ্বেদক্ষশ্রমিকহিসেবেরপ্তানীকরেদেশেররে্যামিটেন্সবৃদ্ধিসম্ভব।

আইন বাস্তবায়নে এবং সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে শিশু কল্যাণ ও উন্নয়ন অন্যতম অঙ্গীকার। শিশুদের প্রতি সাংবিধানিক অঙ্গীকার, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন এবং সমাজ দর্শনের আলোকে সমাজসেবা অধিদফতর পিতৃহীন অথবা পিতৃ-মাতৃহীন শিশুদের পারিবারিক পরিবেশে স্নেহ-ভালবাসা ও যত্নের সাথে লালন-পালন করে তাদের মধ্যে পারিবারিক বন্ধন, দায়িত্ববোধ ও শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টিসহ উপযোগী শিক্ষা, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমানে সমগ্র দেশে ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবার পরিচালনা করছে।

শিশুর সংজ্ঞাঃ

শিশুঅধিকারসনদঅনুযায়ীঃ অনুচ্ছেদ-১

শিশুবলতে ১৮ বছরের কম বয়সী যেকোন মানুষকে বুঝাবে।

শিশু আইন,২০১৩ অনুযায়ী শিশুর সংজ্ঞাঃ

বিদ্যমান অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অনূর্ধ ১৮ (আঠার) বৎসর বয়স প্রর্যন্ত সকল ব্যক্তি শিশু হিসাবে গণ্য হইবে । (শিশু আইন, ২০১৩)

জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ অনুযায়ীঃ

শিশু বলতে ১৮ বছরের কম বয়সী বাংলাদেশের সকল ব্যক্তিকে বুঝাবে।

সরকারি শিশু পরিবারঃ

শিশু আইন, ২০১৩ এর অধ্যায়-১০, ধারা-৮৫ এ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পরিচর্যার কথা উল্লেখ রয়েছে।আইনে উল্লেখিত ৫টি প্রতিষ্ঠানের একটি হল সরকারি শিশু পরিবার।

এ পরিবার গুলোতে ১৬ ধরনের শিশুকে সুবিধাবঞ্চিত শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়। এরা হল-

ক) যে শিশুর মাতা-পিতার যেকোন একজন বা উভয়ে মৃত্যুবরণ করেছে।
খ) বৈধ অভিভাবকহীন শিশু
গ) গৃহহীন এবং দৃশ্যমান অবলম্বনহীন শিশু
ঘ) ভিক্ষাবৃত্তিতে লিপ্ত শিশু
ঙ) হিজড়া শিশু
চ) বস্তিতে বসবাসকারী শিশু
ছ) বেদে ও হরিজন শিশু
জ) রাস্তাঘাটে বসবাসকারী
ঝ) HIV-AIDS এ আক্রান্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত শিশু

ঞ) অপরাধ জগতে প্রবেশের ঝুঁকির সন্মুখীন শিশু

ট) যৌন নির্যাতন বা হয়রানির শিকার শিশু

ঠ) কারাভোগরত মাতা-পিতার ওপর নির্ভরশীল বা কারাভোগরত মাতার সাথে কারাগারে অবস্থানরত শিশু।

ড) অপরাধীর নিকট গমনাগমনকারী শিশু।

ঢ) যে কোন ধরনের প্রতিবন্ধী শিশু।

ণ) মাদক বা অন্য কোন কারণে অস্বাভাবিক আচরণগত সমস্যাযুক্ত শিশু। য়

ত) শিশু-আদালত বা বোর্ড বিবেচিত কোন শিশু,যার বিশেষ সুরক্ষা,যত্ন-পরিচযা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

সরকার সুবিধাবঞ্চিত শিশুর বিশেষ সুরক্ষা, যন্ত-পরিচর্যা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।

সশিপের ধরন	**সংখ্যা**	**আসন সংখ্যা**
বালক	৪৩	৫৪০০
বালিকা	৪১	৪৮০০
মিশ্র	১	১০০ (৫০+৫০)
মোট	**৮৫**	**১০৩০০**

এই দশ হাজার তিনশত আসনে (বর্তমানে ৮,৪০০জন-ডিসেম্বের,২০১৭) এতিম শিশুদের ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন পুর্নবাসনের ব্যবস্থা রয়েছে।

- ডিসেম্বর,২০১৭ সাল পর্যন্ত এ সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৫৮,৫৭০ জনকে বিভিন্নভাবে পুনবার্সন করা হয়েছে।

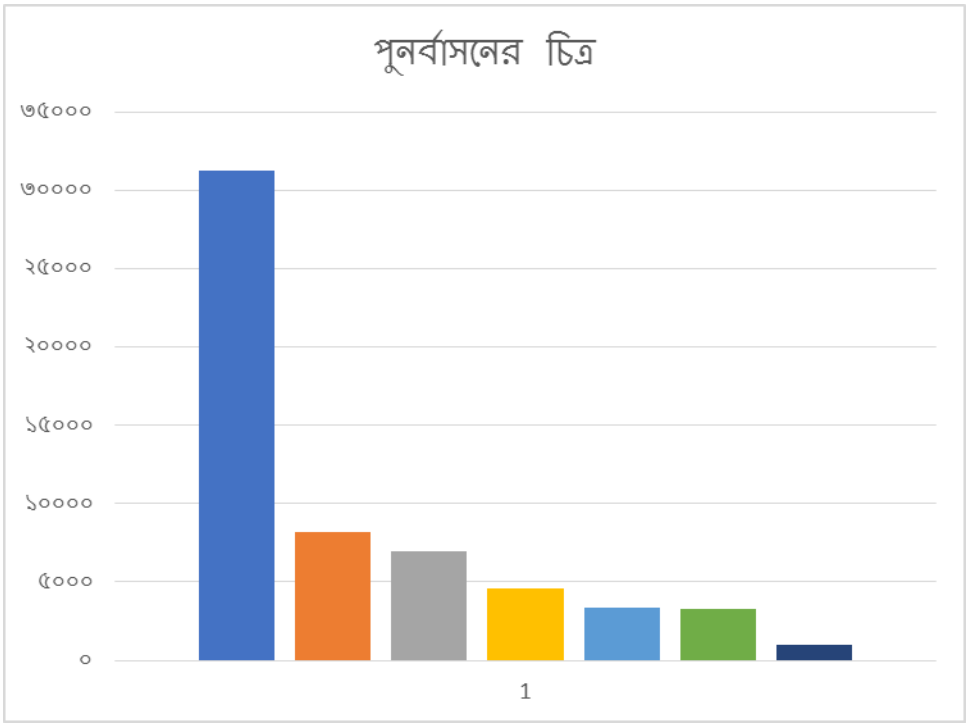

- শুরু হতে এ পর্যন্ত মোট ৩১২৪৮ জনকে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে,৮১৭৭ জন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে,৬৯৪০ জন এস এস সি উত্তীণ,৪৫৭১ জন বিবাহ, ৩৩২৮ সাধারণ শিক্ষা,৩২৮৩ জন চাকরি, ১০২৩ জন এইচ এস সি উত্তীণের মাধ্যমে পুনর্বাসন করা হয়েছে ।
- শিশু পরিবারে নিবাসীদের ব্যয় নির্বাহে মাসিক জনপ্রতি ২৬০০ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।
- সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিবাসিদের জাতীয় পরীক্ষায় (এ+) প্রাপ্তির ফলাফল ঃ

পরীক্ষা	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২ ০১৬	২০১৭
পি এস সি	১৪	৫৯	৩৪	৪৭	৫৫	২১
জেএসসি	১	২৯	১৬	২৫	২০	৩৬
এসএসসি	১	১৭	২৬	২০	১৬	৮
এইচএসসি	৫	_	৩	১	৪	_

- উৎসঃপ্রতিষ্ঠানঅধিশাখা,সমাজসেবাঅধিদফতর।

নিবাসীদের সাফল্যগাথা

শিশু পরিবারের নাম বর্তমান অবস্থা

সশিপ (বালিকা) ময়মনসিংহ	শিক্ষিকা (ইংলিশ), বিদ্যাময়ী সরকারি বিদ্যালয়
ময়মনসিংহ।	
সশিপ (বালক) বান্দরবান	ছাত্র,কক্সসবাজার মেডিক্যাল কলেজ।
সশিপ (বালক) ফরিদপুর	ছাত্র,কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ।
সশিপ,চাদপুর	অধ্যাপক,চট্রগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ।
সশিপ,হবিগ	ছাত্র,টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যাল্য,তেজগা,ঢাকা।
সশিপ,রাজশাহী	মেজর,বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।

এছাড়াও নোপরিবহন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব পদে সশিপের নিবাসী।বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে কনস্টেবল পদে ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত রয়েছে বহু সশিপ নিবাসী।

এক নজরে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা ২২°- ২৭" ও ২৩°- ৪৪" উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১°- ৫৬" ও ৯২°- ৩৩" পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। রাঙ্গামাটির উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম, দক্ষিণে বান্দরবান, পূর্বে মিজোরাম ও পশ্চিমে চট্রগ্রাম ও খাগড়াছড়ি। এ জেলা আয়তনের দিক থেকে দেশের সর্ববৃহৎ জেলা। দেশের এক মাত্র রিক্সা বিহীন শহর, হ্রদ পরিবেষ্টিত পর্যটন শহর এলাকা। এ জেলায় চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা, ত্রিপুরা, মুরং, বোম, খুমি, খেয়াং, চাক্, পাংখোয়া, লুসাই, সুজেসাওতাল, রাখাইন সর্বোপরি বাঙ্গালীসহ ১৪টি জনগোষ্ঠি বসবাস করে।

রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান- এই তিন পার্বত্য অঞ্চলকে নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা সৃষ্টির পূর্বের নাম ছিল কার্পাস মহল। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা থেকে১৯৮১ সালে বান্দরবান এবং ১৯৮৩ সালে খাগড়াছড়ি পৃথক জেলা সৃষ্টি করা হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার মূল অংশ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথাগত রাজস্ব আদায় ব্যবস্থায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় রয়েছে চাক্মা সার্কেল চীফ। চাক্মা রাজা হলেন নিয়মতান্ত্রিক চাক্মা সার্কেল চীফ।

বৃটিশ আমল থেকে পার্বত্য অঞ্চলে বিদ্যমান বিশেষ প্রশাসনিক কাঠামোর পাশাপাশি বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৯৯৭সালে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের পর এই কাঠামোতে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে।পার্বত্য চুক্তির আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয় নামে একটি পৃথক মন্ত্রণালয়, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যাবলী সমন্বয় সাধনের জন্য রাঙ্গামাটিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন এর জন্য ১টি টাস্কফোর্স এবং পার্বত্য এলাকায় ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ভূমি কমিশন গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং হাট-বাজার ব্যবস্থাপনার জন্য বাজার ফান্ড নামক প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়েছে। রাঙ্গামাটি পার্বত্যজেলায় জাতীয় সংসদের কেবল ১টি আসন রয়েছে।

এজেলায় উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় অধিবাসীগণ বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসী। উপজাতীয়দের অধিকাংশ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং কিছু সংখ্যক হিন্দু এবং খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী। অ-উপজাতীয়দের অধিকাংশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী।

* জেলার নাম	:	রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা ।
* জেলার পূর্বের নাম	:	পার্বত্য চট্টগ্রাম । (বর্তমানে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম)
* জেলা সৃষ্টির পূর্ব নাম	:	কার্পাস মহল । (১৭১৫-১৮৬০)
* জেলা সৃষ্টি	:	২০ জুন ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ ।
* জেলার আয়তন	:	৬১১৬.১৩ বর্গ কিলোমিটার ।
* অবস্থান	:	২২°- ২৭" ও ২৩°- ৪৪" উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১°- ৫৬" ও ৯২°- ৩৩" পূর্ব দ্রাঘিমাংশ ।
* সীমানা	:	উত্তরে-ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, দক্ষিণে-বান্দরবান পার্বত্য জেলা,পূর্বে-ভারতের মিজোরাম, পশ্চিমে-খাগড়াছড়ি ও চট্টগ্রাম জেলা ।
* উপজেলার সংখ্যা	:	১০টি
* থানার সংখ্যা (পুলিশ ষ্টেশন)	:	১২টি (কাপ্তাই উপজেলায় ০২টি থানা রয়েছে, কাপ্তাই ও চন্দ্রঘোনা থানা এবং বাঘাইছড়ি উপজেলায় দুইটি থানা,বাঘাইছড়ি ও সাজেক))।
* পৌরসভার সংখ্যা	:	০২টি
* ইউনিয়ন সংখ্যা	:	৫০টি
* সার্কেল	:	০২টি (চাকমা সার্কেল ও বোমাং সার্কেলের কিয়দংশ)
* মৌজার সংখ্যা	:	১৫৯টি (তন্মধ্যে ১৪টি বোমাং সার্কেল)
* হেডম্যান	:	১৫৫ জন (এছাড়া চাকমা চীফ ৪টি মৌজার হেডম্যান)
* কার্বারী	:	৯৯৭ জন
* জেলার সবোর্চ্চ গিরিশৃঙ্গ	:	থাং নাং (উচ্চতা- ২৪০৯ ফুট বা ৭৩৪.২৬ মিটার) বরকল

উপজেলায় অবস্থিত।

* জেলার পোষ্ট কোড নম্বর	:	৪৫০০
* গ্রামের সংখ্যা	:	১৩৪৭টি
* জেলার লোকসংখ্যা		মোট ৬,২০,২১৪ জন
(২০১১ সালের জরিপ	:	* পুরুষ- ৩,২৫,৮২৩ জন
মোতাবেক)		* মহিলা- ২,৯৪,৩৯১ জন
* লেকের নাম	:	কাপ্তাই লেক (৭২৫ বর্গকিলোমিটার)

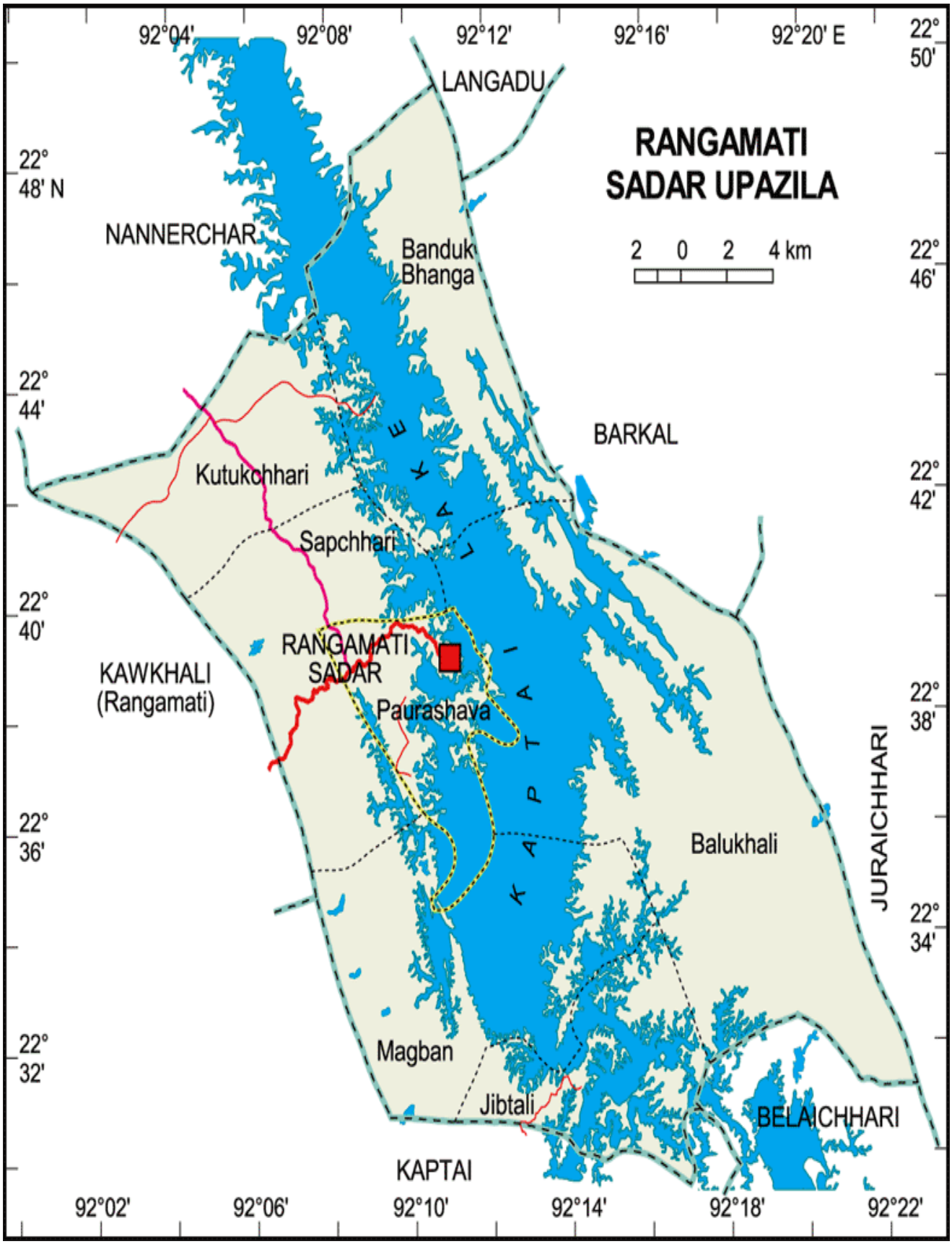
RANGAMATI
SADAR UPAZILA
2 0 2 4 km
92°04'
92°08'
92°12'
92°16'
92°20' E
22° 50'
22° 48' N
22° 46'
22° 44'
22° 42'
22° 40'
22° 38'
22° 36'
22° 34'
22° 32'
92°02'
92°06'
92°10'
92°14'
92°18'
92°22'
LANGADU
NANNERCHAR
Banduk Bhanga
BARKAL
Kutukchhari
Sapchhari
RANGAMATI SADAR
Paurashava
KAWKHALI (Rangamati)
Balukhali
JURAICHHARI
Magban
Jibtali
BELAICHHARI
KAPTAI
KAPTAI LAKE

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে আয়তনে সর্ববৃহ ও একমাত্র রিক্সাবিহীন জেলা রাঙ্গামাটি।বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সম্মোহনী নেতৃত্বে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর সরকার সেবা প্রদানে রাঙ্গামাটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে।তারই অংশ হিসেবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমাজসেবা অধিদফতরের প্রতিষ্ঠান শাখার অন্তভুক্ত সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা) রাঙ্গামাটিতে ভর্তিকৃত নিবাসীদের সেবা প্রদানকরেআসছে।শিক্ষা,ক্রীড়া,প্রশিক্ষণ,পুনবাসন,সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে ভূমিকা রেখে চলেছে এ সশিপ।চট্রগ্রাম বিভাগীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন এ সশিপ জেলা প্রশাসন আয়োজিত অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় নিয়মিত অংশগ্রহণকারী।

একনজরেসরকারিশিশুপরিবার (বালিকা) রাঙ্গামাটি

জমিরপরিমাণঃ২একর

কেন্দ্রচালুহওয়ারতারিখঃ১৬জুন১৯৭২

মঞ্জুরীকৃতআসনঃ১৭৫টি

এযাবতভর্তিঃ১০৫১জন

বর্তমাননিবাসীসংখ্যাঃ১৬৯জন (মে,২০১৮)

কর্মরতপদঃ১০জন

বয়সের শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তিতে নিবাসীদের অবস্থানের চিত্রঃ

৬-৯ বছর	১০-১৫ বছর	১৫-১৮ বছর	১৮ বছরের উর্ধ্বে	সাল	মোট
৫২ (৩০%)	৮১ (৪৭%)	৪১ (২৪%)	১	২০১২	১৭৫
৪৭ (২৭%)	৬৮ (৩৯%)	৫৯(৩৪%)	১	২০১৩	১৭৫
৪৫ (২৬%)	৭৬ (৪৪%)	৪৮ (২৮%)	৬ (৪%)	২০১৪	১৭৫
১৯ (১৩%)	৯০ (৫৮%)	৪১ (২৭%)	৬ (৪%)	২০১৫	১৫৬
৪৫ (২৯%)	৮৮ (৫৭%)	২১ (১৪%)	২ (২%)	২০১৬	১৫৬
৬৮ (৪০%)	৮৫ (৫০%)	১৩ (৯%)	৪ (৩%)	২০১৭	১৭০

উপরের ছকে যে বিষয়টি প্রতীয়মান হয় তা হল, ১০-১৫ বছর বয়সী নিবাসীর সংখ্যা সর্বাধিক এবং ১৮ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তারা বেশিরভাগ অভিভাবকের কাছে ফেরতের মাধ্যমে পুনর্বাসিত হয়।যার ফলে প্রত্যাশিত দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে উঠতে পারেনা।নিবাসী সংখ্যা বেশির ভাগ সময়ে আসনসংখ্যার সমান রয়েছে।

২০১২-২০১৭ এই ৬ বছরে সশিপ (বালিকা) রাঙ্গামাটিতে মঞ্জুরীকৃত পদ ও বিদ্যমান জনবলের তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ

সাল	মঞ্জুরীকৃত পদ	বিদ্যমান জনবল
২০১২	২৪ টি	১৩ জন
২০১৩	২৪ টি	১৪ জন
২০১৪	২৪ টি	১৩ জন
২০১৫	২৪ টি	১৪ জন
২০১৬	২১ টি	১০ জন
২০১৭	২১ টি	১০ জন

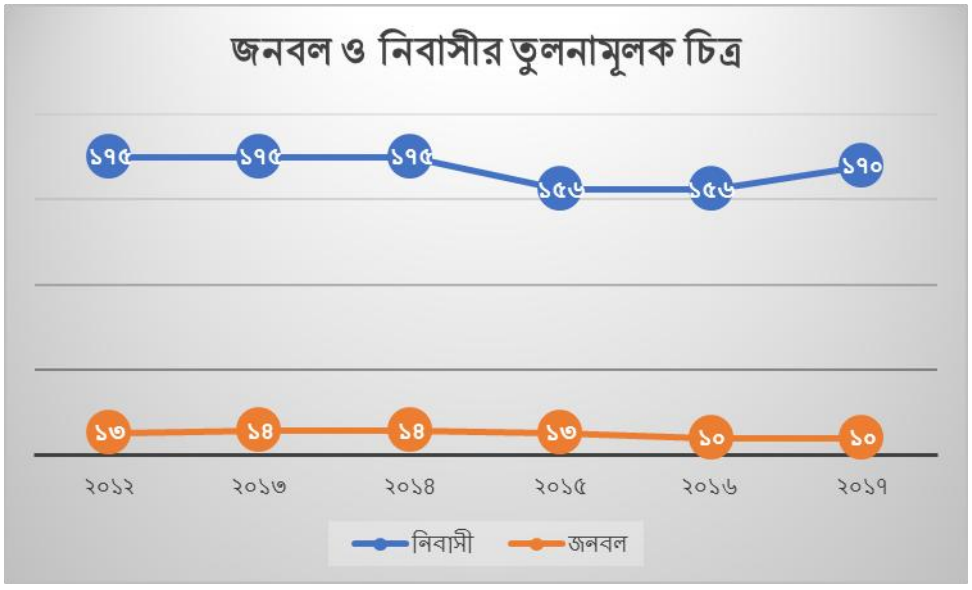

তুলনামূলক চিত্রে দেখা যায়,২০১৬ সালে ৩ টি পদ হ্রাস পায়,যার মধ্যে ছিল ২ টি কারিগরি প্রশিক্ষক ও ১ টি খালাস্মার পদ।জনবলের এ সংকট ১৭৫ আসন বিশিষ্ট এ পরিবারে নিবাসীদের পযাপ্ত যন্ত্রাদি,প্রশিক্ষণ,শিক্ষা প্রদানে বিরূপ প্রভাব ফেলে।

২০১২-২০১৭ সাল পর্যন্ত বোর্ড পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণঃ

পরীক্ষার নাম	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
P.S.C	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
J.S.C	৮৯%	১০০%	৯৩%	৯৩%	৮৭%	৮৪%
S.S.C	৭৭%	১০০%	৮৭%	৮২%	৮২%	৭৫%
H.S.C	_	৬৭%	১০০%	_	_	৬৭%

উক্ত ছক অনুযায়ী,মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক এর তূলনায় প্রাথমিকের ফলাফল ভালো।প্রাথমিক শাখা হতে ২০১৪ ও ২০১৫ সালে ১ জন করে ও ২০১৭ সালে ২ জনসহ মোট ৪ জন বৃত্তি পায়।

পুনর্বাসন ছকঃ মোটজন ৮৫৩-

সরকারীশিশুপরিবার (বালিকা) রাঙ্গামাটিপুনর্বাসন চিত্রঃ

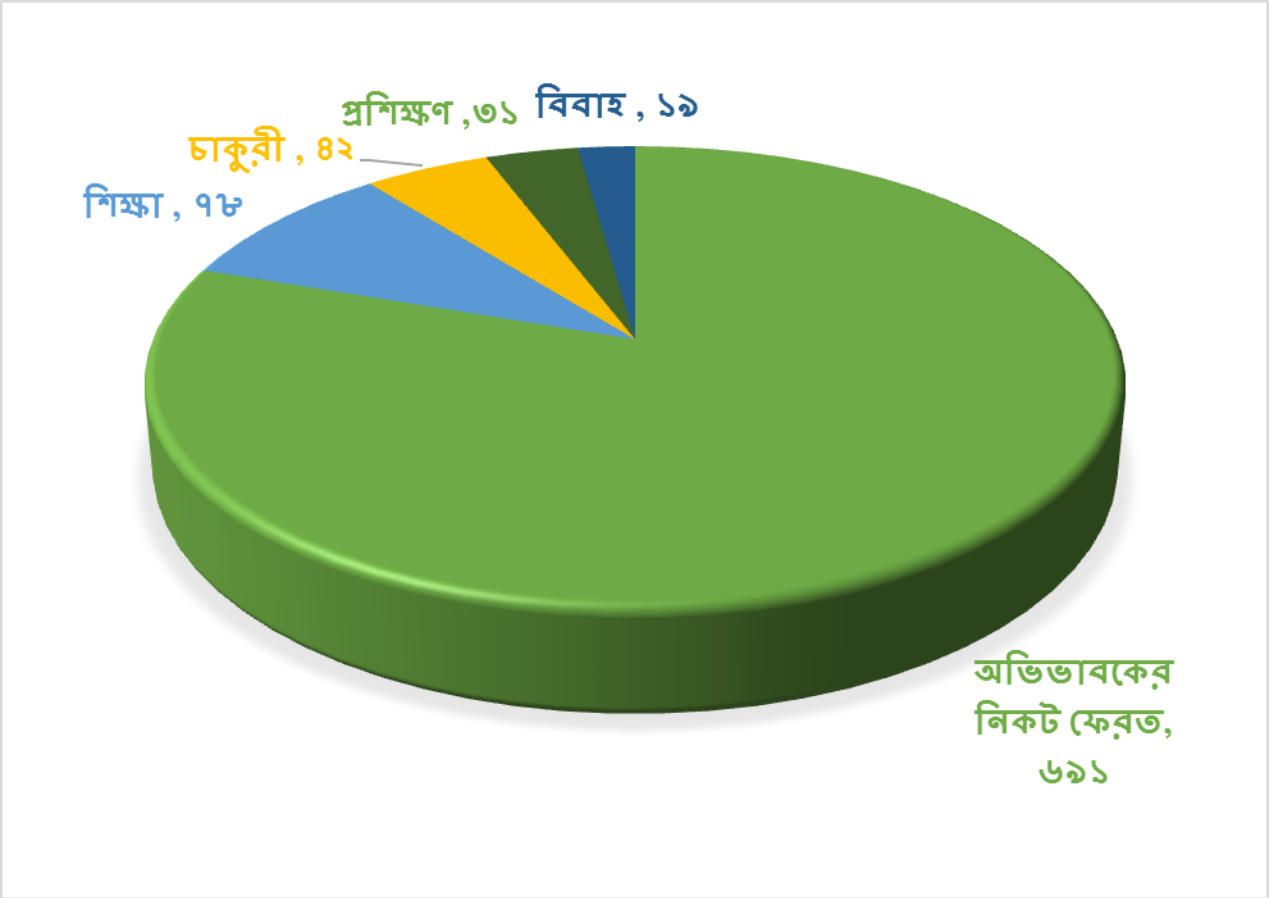

বতমানঅবস্থাঃ

- কোচিং সাইকেল বিদ্যমান,যার মাধ্যমে শিক্ষকতা গুণ অর্জন সম্ভব।
- জীবন দক্ষতা অর্জনে পারদর্শী।
- সাংস্কৃতিক প্রতিযগিতায় বিভাগীয় চ্যাম্পিয়ন।
- বিভিন্ন গণমাধ্যমে অনুষ্ঠান পরিবেশনা।
- ইংরেজি,অংক বিষয়ে অনাগ্রহ।

এ পরিবারেরসীমাবদ্ধতাঃ

- ❖ শিক্ষার মানের প্রত্যাশিত অবস্থার অনুপ্স্থিতি।
- ❖ জনবল সংকট।
- ❖ একটি নিদিষ্ট স্তরের শিক্ষা গ্রহণের পর মাত্র ১% উচ্চ গ্রহণ করতে পারে।
- ❖ পুর্নবাসনের পর ফলোআপ গ্রহণের সুনির্দিষ্ট ফরমেট না থাকায় তা রেকর্ড করা হয়না।
- ❖ বিদ্যালয়, অভিভাবক ব্যতীত সমাজের সাধারণ মানুষদের মাঝে মেলামেশার অভাবে তাদের আচরণ অন্যসব শিশুদের মত স্বতঃস্ফূর্ত নয় ।
- ❖ প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে এলাকায় জানার পরিধি কম।

সুপারিশঃ

সরকারি বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ সৃষ্টি।

শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন অফিসারদের নিয়ে শিক্ষা প্যানেল গড়ে তোলা

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মত বই পড়ার ব্যবস্থা করা।

বার্ষিক ম্যাগাজিন প্রকাশ।

কারিগরি শিক্ষা গ্রহণের প্রতি জোরদারকরণ।

- বিভাগীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়নদেরজাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ দান।
- শিশু যে ক্ষেত্রে পারদর্শী (শিক্ষা,ক্রীড়া,সাংস্কৃতিক) তা ৮ বছর বয়সে নির্ধারণ করে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দান।
- নীতিমালায় সরকারি চাকুরি ক্ষেত্রে ১০% কোটা পূর্ণকার্যকরণে জোর উদ্যোগ গ্রহণ এবং জেলা পরিষদ,রাঙামাটি কতৃক তা সহজে বাস্তবায়নের উদ্যেগ গ্রহণ।
- পুনর্বাসন পরবর্তী ফলোআপের সুনির্দিষ্ট ফরমেটের প্রয়োজনীয়তা।
- অবকাঠামোর উন্নয়ন।

- জ্বালানী বাবদ বরাদ্দ প্রদান।
- নিয়মিত নানা অনুষ্ঠানে যোগদান করে বিধায় নিদিষ্ট যানের ব্যবস্থাকরণ।
- নিবাসী নির্মিত রাঙামাটির নিজস্ব পোশাক-থামি,ব্যাগ ও কুটির শিল্পের দ্রব্য বিক্রির ব্যবস্থাকরণ ও বিক্রিত অর্থ নিবাসীর একাউন্টে জমার ব্যবস্থাকরণ।
- পরিবারই হোক শিশুর শেষ নিরাপদ আশ্রয়স্থল—নিবাসীর পরিবারকে আর এস এস ও ভাতা কার্যক্রমের আওতায় এনে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা যায়।নিবাসীদের বেশির ভাগই পিতৃহীন,তাই তাদের মায়েদের এর আওতায় আনা যায়।
- নিবাসীদের প্রদেয় ঘূণায়মান তহবিল নীতিমালা অনুযায়ী নিবাসীর ২৫ বছর পর্যন্ত ৩০০০-১০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণের উল্লেখ থাকলেও তা বাস্তবে অনুপস্থিত।

উপসংহারঃ

একটি শিশু পরিবারের অর্ধযুগের প্রাপ্তি নীতিমালা অনুযায়ী কতটা পূরণ হয়েছে ,এ দুয়ের মাঝে ব্যবধান কতখানি,তার একটি তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ তুলে ধরায় ছিল এ অ্যাসাইনমেন্টের উদ্দেশ্য।সীমাবদ্ধতা ও সময় উপযোগী কিছু সুপারিশ সশিপসমূহকে আরো বেগবান ও সরকারি ক্যাডেট কলেজের আদলে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে বলে আশা রাখি।

সশিপরাঙ্গামাটিরনিবাসীদেরসাফল্যগাথাঁঃ

এন্টি চাকমা চটঙ্গ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

মনীষা চাকমা স্কয়ার হসপিটাল নাসিং ইন্সটিউট,ঢাকা

মায়মুন আক্তার ঢাকা আর্ট কলেজ

বাসনা চাকমা,ঝণা চাকমা,শুভতারা চাকমা,জেকি চাকমা,উসাইনু মারমা,সালমা আখতার,শোভা রানি চাকমা,ছোচিং মারমা ,কবিতা চাকমা সকলেই রাঙ্গামাটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে অনাস ও ডিগ্রীতে অধ্যয়নরত।

অন্তরাল থেকে উত্তোরণের গল্প

একটি কেসস্টাডিঃ

হতে পারে এ কাহিনী আগামীর বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা চিত্রসশিল্পীর জীবনের গল্প।এ ও হতে পারে এটি বিশ্ববিখ্যাত কোন চিত্রশিল্পীর বেড়ে উঠার গ্লপ।পিতৃহীন ৩ কন্যার মধ্যে ২ কন্যার স্থান হয় সশিপ রাঙ্গামাতিতে।আবৃত্তি,অভিনয়ের পাশাপাশি ভালো ছবি আঁকিয়ে এ নিবাসী ঢাকা আর্ট কলেজে ভর্তি হলেও

অভাবের তাড়নায় পড়াশুনা বন্ধ হয় হয় অবস্থা।টিউশনি,কিন্ডারগার্টেনের খন্ডকালীন ড্রয়িং টিচারের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ভুলতেই বসেছিল এ প্রতিভাধর মেয়ে,সে যে আর্ট কলেজের ছাত্রি।প্রাক্তন এ নিবাসী প্রায় ছোট বোনের সাথে দেখা করতে আসত শিশু প্রিবারে।নতুন উপতত্ত্বাবধায়কের কিছু হাতে আঁকা দৃশ্যের প্রয়োজনের সুবাদে তার প্রতিভার সাথে প্রিচ্য।তারপর পরিদশনে আসা অধিদফতরের উধ্বতন কতৃপক্ষের দৃষ্টি আক্রষ্ণ,তেজগাঁ শিশু পরিবারে ভর্তি হওয়া,পড়াশুনার ধারাবাহিকতা রক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন পুরস্কার অর্জন ।এ পথ চলা হোক সাফল্যের।

মায়মুন একটি সাফল্যের নাম।একটি নতুন জীবনের হাতছানিতে সব নিবাসী এখন মায়মুন হতে চায়।